ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

কেন হীনমন্যতায় ভুগতেন আমির খান?
পৃঃ 7

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

টেন্ডুলকারকে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্মাননা
পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০০৩ ● কলকাতা ● ১৮ পৌষ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৩ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

প্রেসিডেন্সি ও দমদম জেলের ৫ বন্দিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ছক কষেছিল বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলা জুড়ে ক্রমশ ভয় ধরাছে জঙ্গিদের আনাগোনা। লাগাতার বাংলাদেশি জঙ্গিদের প্রবেশ রুখতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সেই সঙ্গে চলছে ধরপাকড়ও। এবার এই পরিস্থিতি উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, ব্যস্ত রাস্তার দুই প্রান্তে জঙ্গি সতীর্থদের ছিনিয়ে নেওয়ার ছক কষেছিল আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। উল্লেখ্য,

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

এস পি 'অপদার্থ', মালদহে কাউন্সিলর খুনে পুলিশকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মালদহে তৃণমূল কাউন্সিলর খুনে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ সুপারের 'অপদার্থতায়' কাউন্সিলর খুন হয়েছেন বলেই দাবি তাঁর। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবারই মালদহে যান ফিরহাদ হাকিম। নিহতের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। বাইকে চড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, মাথা এবং পিঠে গুলি লাগে তৃণমূল কাউন্সিলরের। মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। তবে পথেই মৃত্যু হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের। এই ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের ধরপাকড়ের চেষ্টা চলছে। তবে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।নতুন বছরের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

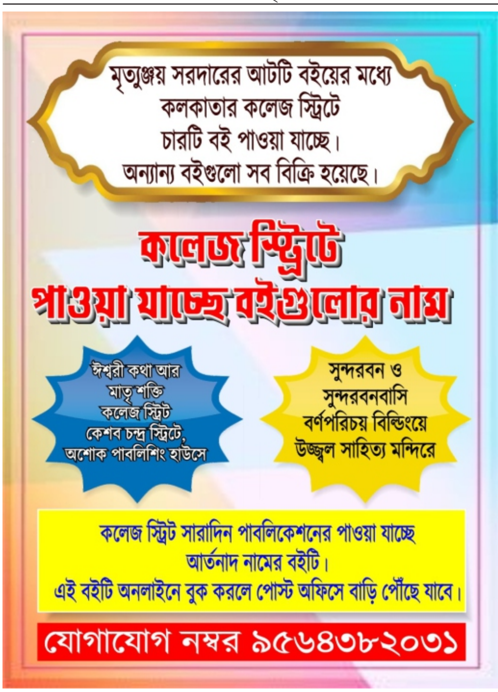

জামিন চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিন্ময় প্রভু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চট্টগ্রাম: রাষ্ট্রদ্রোহ চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ওরফে চিন্ময় প্রভুর জামিনের আর্জি বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) খারিজ করে দিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর আদালতের দায়রা বিচারক সাইফুল ইসলাম। নিম্ন আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পরে এবার জামিন চেয়ে বাংলাদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিন্ময় প্রভু।এদিন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর হয়ে জামিন শুনানিতে অংশ নিতে অপূর্ব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ১১ আইনজীবী আদালতে পৌঁছন। সকাল সোয়া ১০টার দিকে আইনজীবীরা চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে প্রবেশ করেন। হিন্দু ধর্মীয় গুরুর জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেসব বিচারপ্রার্থী আদালতে এসেছিলেন তাদের কাগজপত্র দেখে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। আদালতের দুটি প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, বিজিবি ও সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়।

সেই সঙ্গে ছিল সাদা পোশাকের গোয়েন্দা আধিকারিকরা। চিন্ময়কে এদিন আদালতে হাজির করা হয়নি। আদালতে আইনজীবীর উপস্থিতিতে ভার্চুয়ালি শুনানিতে হাজির ছিলেন তিনি।এদিন একথা জানিয়েছেন ইসকন সন্ন্যাসীর আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য। চট্টগ্রাম মহানগর আদালতে জামিন শুনানি শেষের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি আমরা। আশা করি সেখানে সুবিচার পাব।'শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর বেলাগাম সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। বাড়ি-ঘর-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি হিন্দুদের মন্দিরগুলিতেও ব্যাপক ভাঙচুর চলছে। ওই নির্যাতনের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছিলেন চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের প্রধান তথা ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। নিপীড়িত হিন্দুদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। আর হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব হওয়ায় মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের রাজরোষে পড়তে হয় তাঁকে। গত ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হয় চিন্ময় প্রভুকে। ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে তাঁকে পেশ করা হলে জামায়াত ইসলামীর সদস্য তথা চট্টগ্রাম মহানগর আদালতের বিচারক সাইফুল ইসলাম জেল হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে ৩ ডিসেম্বর জামিন আর্জির শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তার আগেই চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী শুভাশিস শর্মা-সহ ৭০ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এমনকি বেশ কয়েকজন হিন্দু আইনজীবীর চেম্বারেও ভাঙচুর চালানো হয়। চট্টগ্রাম আদালতের জামায়াত

(এরপর ৩ পাতায়)

ভিনিসিয়ুস জিতে নিলেন ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার

ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এবারই প্রথম ফিফার এই পুরস্কার জিতলেন ভিনি।

কাতারের দোহায় মঙ্গলবার রাতে অনলাইনে ফিফার বর্ষসেরাদের নাম ঘোষণা করা হয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে রিয়াল এখন দোহায় অবস্থান করছে বিধায় মঞ্চে উপস্থিত থেকে সেরার পুরস্কার নিয়েছেন ভিনিসিয়ুস।

গত মৌসুমে রিয়ালকে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে অনবদ্য অবদান রাখেন ভিনিসিয়ুস। ৩৯ ম্যাচে তার গোল ছিল ২৪টি। ভিনি পেছনে ফেলেছেন রদ্রি ও জুড বেলিংহামকে।

বছরের সেরা কোচ হয়েছেন

আলুর কালোবাজারি নিয়ে মমতাকে নালিশ বেচারামের, কারা জড়িত? চক্র ভাঙার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শীতের মরশুমে আলু-সহ অন্যান্য সবজির দাম কমার কথা। কিন্তু তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। এর নেপথ্যে কালোবাজারি, অসাধু চক্র কলকাঠি নাড়ছে। কারা চালাচ্ছে এই চক্র? বৃহস্পতিবার নবান্নে বছরের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার কাছে জানতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, ''এরা কারা? এই চক্রে কারা রয়েছে?'' বেচারাম জানান, ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই চক্র বন্ধ করতে হবে। একথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী আরও ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''চক্র সরকার চালাবে না সরকার চক্র চালাবে?'' তাঁর আরও বক্তব্য, "বাজারে নতুন আলু উঠছে। এখনই অনেকে বলবে, কোল্ড স্টোরেজের আলু বের করে

দিন। আমি জানি, মেদিনীপুর ও গড়বেতার কিছু ব্যবসায়ী এই অসাধু চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তাঁদের ধরুন, ব্যবস্থা নিন।'' এরপরই ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।নির্দেশ দিলেন, এই চক্র ভাঙতে হবে। বেচারামের পালটা বক্তব্য, জেলাশাসক-পুলিশ সুপারকে এবিষয়ে জানানো হয়েছে। চক্র ভাঙাটা সরকারের দায়িত্ব বলে জানান তিনি। তাতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, সরকারের কাজ কি চক্র ভাঙা নাকি সরকার চালানো?

চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় মাসখানেক আগে আলু রপ্তানি নিয়ে কড়াকড়ি ছিল রাজ্য সরকারের তরফে। ভিনরাজ্যে যাতে অবৈধভাবে আলু চলে না যায়, তার জন্য নবান্নের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলুর দাম সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এনিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তাঁর মতে, এভাবে দামবৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে অসাধু ভোটিং মার্কেট। বেচারামের কথায়, ''ক্রিকেটে বেটিং চক্রের মতো এখানেও একটা চক্র কাজ করে। যারা আগেরদিন সন্ধেবেলা বসে ঠিক করে, পরেরদিন আলুর দাম কী হবে। মনোপলি চলে। এই চক্রটাকে ভাঙতে হবে।''

(1ম পৃষ্ঠার পর)

প্রেসিডেন্সি ও দমদম জেলের ৫ বন্দিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ছক কষেছিল বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন

২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ত্রিশালায় পুলিসের গাড়িতে হামলা চালিয়ে সাজিদ ছিনিয়ে নিয়ে যায় সালাউদ্দিন সালেহান, বোমা মিজান ও রাকিব হাসানকে। এর মধ্যে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে রাকিবের মৃত্যু হয়। সালাউদ্দিন ভারত ও বাংলাদেশের খাতায় এখনও মোস্ট ওয়ান্টেড। ২০১৪'র অক্টোবর মাসে খাগড়াগড় কাণ্ডে সে সময়ে জেএমবির বড় মাথা সাজিদ ধরা পড়ে। গ্রেফতার করা হয় জেএমবির 'ফিনান্স এক্সিকিউটিভ' বাংলাদেশি নাগরিক আনোয়ার হোসেন ফারুক, কওসার সহ অনেকেই। এবার এই সঙ্গীদের বাইরে বার করে আনতেই রেকি চালাছিল বলেই গোয়েন্দাদের দাবি।পুলিশ সূত্রে খবর, জেলবন্দি সাজিদ ওরফে মাসুম মিঞা, আনোয়ার হোসেন ফারুক ওরফে ইনাম সহ চার জঙ্গিকে বাইরে নিয়ে এসে সংগঠনকে মজবুত করতে চাইছিল এবিটি। এদের কেউ প্রেসিডেন্সি, আবার কেউ দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছে। তাই এই দুই জেল এবং সংশ্লিষ্ট আদালত চত্বরের আশপাশের রাস্তা রেকি শুরু করে এবিটি। যাতে আদালতে যাতায়াতের পথে প্রিজন ভ্যান থেকে এহেন সতীর্থদের ছিনিয়েনেওয়া যায়। ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিলের অন্যতম মাথা সালাউদ্দিন সালেহান এবং এবিটি প্রধান জসিমুদ্দিন রহমানির নির্দেশমতোই এই ছক সাজিয়ে ছিল মহম্মদ শাদ রবি ওরফে সাহেব। শাদের মোবাইলের গ্রুপ ঘেঁটে এই তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা।শাদের মোবাইল ঘেঁটে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ময়মনসিংহের কায়দাতেই চার জঙ্গিকে ছাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল এবিটি। 'বস' সালাউদ্দিনের এই নির্দেশ পৌঁছে যায় জসিমউদ্দিনের কাছে। তদন্তে উঠে আসছে, শাদ সক্রিয় করে তোলে তার পিসতুতো ভাই সাজিবুলকে। আদালতে যাতায়াতের সময় প্রিজন ভ্যানে কতজন নিরাপত্তা রক্ষী থাকে, কোন ধরনের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, তার তথ্য জোগাড় চলছিল। এমনকী অসুস্থ হলে, কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সে খোঁজও নিচ্ছিল সাজিবুল। বেঙ্গল এসটিএফ ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করেছে।

(1ম পৃষ্ঠার পর)

এস পি 'অপদার্থ', মালদহে কাউন্সিলর খুনে পুলিশকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

বলেন, “তোমার ওখানে এসপির অপদার্থতার জন্য আমার এক কর্মী আজ মার্ডার হয়ে গেল। ওখানে বিএসএফ বর্ডার দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে। আপনাদের দিক থেকে কেন কোনও প্রতিবাদ হয়নি! আপনারা কী করছেন?” এই ঘটনায় X হ্যান্ডেলেও ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও জানান তিনি।উল্লেখ্য, নিহত দুলাল ওরফে বাবলা সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর। বৃহস্পতিবার সকালে দুলালবাবু তাঁর নিজের কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাইপ লাইন মোড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে নামেন। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী কাউন্সিলরকে ধাওয়া করেন। গাড়ি থেকে নামামাত্রই কাউন্সিলর দৌড়ে তাঁর কারখানার উলটো দিকে একটি দোকানে দৌড়ে যান। বাঁচার চেষ্টা করেন। দুষ্কৃতীরা ওই দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়।

কাকু' অনুপস্থিত, নিয়োগকাণ্ডে ইডির মামলায় ফের পিছোল চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া ফের পিছিয়ে গেল আদালতে। শারীরিক অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ফলে তাঁকে আদালতে হাজির করানো যায়নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ফের ধাক্কা খেল চার্জ গঠন প্রক্রিয়ার শুনানি। বিচারক জানিয়েছেন, আগামী ৬ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত 'কাকু'। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার ভবনে ইডির মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বরের শুনানিতে এই মামলায় নির্দেশ দেওয়ার কথা ছিল আদালতের। কিন্তু চার্জ গঠনের সময়ে অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকতে হয়। 'কাকু' অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাই আগের দিন চার্জ গঠন হয়নি। সোমবারের পর বৃহস্পতিবারও ফের পিছোল চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া।পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার

(এরপর ৪ পাতায়)

(2 পৃষ্ঠার পর)

জামিন চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিন্ময় প্রভু

ইসলামি সমর্থক আইনজীবীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিছিলও করেন। ফলে চিন্ময় প্রভুর হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়াননি। মওকা পেয়েই হিন্দুদের রক্ষাকর্তার জামিন শুনানি এক মাস পিছিয়ে দেন বিচারক। এর পরে ঢাকা থেকে প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি এগিয়ে আনার আর্জি নিয়ে গত ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ছুটকো কারণ দেখিয়ে তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক।গত ৩০ ডিসেম্বর 'এই মুহূর্তে' অনলাইনে 'চিন্ময় প্রভুকে জামিন নয়, চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারককে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ওরফে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি রয়েছে। কিন্তু ওই দিন যাতে বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র জামিন না পান তার জন্য চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারক আসাদুজ্জামানকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা বিচারক আসাদুজ্জামানকে জানিয়েছেন, 'মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও মতেই চিন্ময় প্রভুকে জেলের বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না। ওই নির্দেশ মানতে হবে। যার আদালতে চিন্ময় প্রভুর জামিন শুনানি হওয়ার কথা সেই বিচারক সাইফুল ইসলামের এজলাস থেকে প্রয়োজনে মামলা জামায়াত ইসলামি ঘনিষ্ঠ কোনও বিচারকের এজলাসে পাঠাতে হবে।' কোনও মামলার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এমন হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সম্পাদকীয়

'প্রাথমিকে চালু হবে না সেমিস্টার', বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রাথমিকের পরীক্ষায় সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হবে। আর এই নিয়ে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন,' সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর যে ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাতিল করতে হবে।

উল্লেখ্য প্রাথমিক পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। জুন মাসে হবে প্রথম পরীক্ষা। প্রতি ক্লাসেই দুবার করে হবে পরীক্ষা। গত ২৭ ডিসেম্বর এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, 'ছোট ছোট পড়ুয়াদের উপর থেকে চাপ কমাতে এবং পড়াশোনায় উৎসাহী করে তুলতে চালু হবে ক্রেডিট পয়েন্ট সিস্টেম।' নতুন বছর থেকেই এটি শুরু হবে। আর এবার এই প্রাথমিকের পরীক্ষার সিমেস্টার পদ্ধতি বাতিল করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাচ্চাদের ওপর চাপ দেওয়া চলবে না ।'

বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মমতা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আর তখনই আলোচনা চলাকালীন সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ব্রাত্য তুমি শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু শিক্ষায় নতুন নীতি চালু করতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। প্রাথমিক স্তরে সেমিস্টার আমি জানতাম না, মুখ্যসচিবও জানতেন না। ' এরপরেই ব্রাত্য বসু জানিয়ে দেন, 'আপনার নির্দেশের পরেই এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে ।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চল্লিশতম পর্ব)

ej‡Z Aw`wZ Ges Elv| Aw`wZi D‡Ï‡k¨ †Kv‡bv ¯Zš m³ bv _vK‡jI F‡M‡` Zvu bvg AšZ 80 evi DwjwLZ n‡q‡Q| wKš j¶Yxq welq n‡jv, cvq meÎB wZwb Avw`Z¨‡`i m‡½ Ges Aw`Z¨Rbbx wn‡m‡eB DwjwLZ;

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কাকু' অনুপস্থিত, নিয়োগকাণ্ডে ইডির মামলায় ফের পিছোল চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া

সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট হাসপাতালের থেকে চেয়েছে আদালত। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত 'কাকু' অনেক দিন ধরেই অসুস্থ। প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতালে ছিলেন দীর্ঘ দিন। সেখান থেকে আদালতে তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট পাঠিয়েছে আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালও। সোমবার বিচার ভবনে হাজিরা দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সে দিনই সকালে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তড়িঘড়ি 'কাকু'কে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আলিপুরের ওই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। আলিপুরের হাসপাতালটি হৃদ্‌রোগ সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য পরিচিত। সূত্রের খবর, হাসপাতালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হলেও এই মূহূর্তে কাকুর হৃদ্‌রোগজনিত সে রকম কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকে একটি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই মতো তাঁকে বাইপাসের ধারের এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই আইসিসিইউতে ভর্তি রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ।

বৃহস্পতিবার আদালতে 'কাকু'র আইনজীবী সোমনাথ সান্যাল জানান, তাঁর মক্কেলের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। বুধবার তাঁকে আলিপুরের হাসপাতাল থেকে বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আদালতে আইনজীবীর দাবি, গত ১০ বছর ধরে 'কাকু'র হৃদ্‌যন্ত্রে পেসমেকার বসানো রয়েছে। সেই পেসমেকারেই সম্প্রতি কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই তাঁকে অন্যত্র ভর্তি করানো হয়েছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তেমনি রয়েছে নেগেটিভ বা খারাপ শক্তিও। আর কোনওভাবে যদি এই খারাপ শক্তির মাত্রা বাড়তে শুরু করে, তাহলে কিন্তু বেজায় বিপদ। কারণ সেক্ষেত্রে নানাবিধ খারাপ ঘটনা ঘটার আশঙ্কা যেমন বাড়ে, তেমনি হঠাৎ করে কোনও দুর্ঘটনার কবলে পরার সম্ভাবনাও থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং ওয়াই এস আর কাডাপা পরিদর্শন করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করলেন

নয়াদিল্লি, ০২ জানুয়ারি, ২০২৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াই এস আর কাডাপা জেলায় উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেন আজ।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি পরিকাঠামো এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি ওয়াই এস আর কাডাপাকে আদর্শ জেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ডঃ জিতেন্দ্র সিং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই জেলার বিশেষ অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

ওয়াই এস আর কাডাপা জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে। ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের টিকাদান কর্মসূচিও

ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ শৌচাগারের ব্যবস্থা, পানীয় জল ও বিদ্যুতের সুবিধা রয়েছে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে পড়ুয়াদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নারী সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৩ শতাংশ।

ওয়াই এস আর কাডাপায় উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কৃষকদের ফলন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে সহায়ক হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে জেলাটি বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে। জল জীবন মিশন – এর আওতায় ৯৫ শতাংশ পরিবার নলবাহিত জল পায়। এখানে ২.৫৯ লক্ষ জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৭ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং জেলার সাফল্যকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর, পিএম কিষাণ, পিএম বিশ্বকর্মার মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলির ওপর নজর দেওয়ার উপরও জোর দেন। তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর-ও আহ্বান জানান আজ।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং ভারতের অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে ওয়াই এস আর কাডাপা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণের আহ্বান জানান পরিশেষে।

প্রধানমন্ত্রী ৩ জানুয়ারি দিল্লিতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'সকলের জন্য আবাসন'-এর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৩ জানুয়ারি, ২০২৫-এ বেলা ১২-১০ মিনিট নাগাদ দিল্লির অশোক বিহারে স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্টে ইন-সিটু স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন প্রোজেক্টের আওতায় ঝুগগি ঝোপড়ি (জেজে) ক্লাস্টার আবাসিকদের জন্য নব-নির্মিত ফ্ল্যাট পরিদর্শন করবেন। এরপর, বেলা ১২-৪৫ মিনিট নাগাদ তিনি দিল্লিতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

প্রধানমন্ত্রী জেজে ক্লাস্টারের আবাসিকদের জন্য নব-নির্মিত ১৬৭৫টি ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করবেন এবং তাঁদের হাতে ফ্ল্যাটের চাবিও তুলে দেবেন। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ)-র ইন-সিটু স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন প্রোজেক্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের সফল রূপায়ণ সম্পন্ন হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, দিল্লির জেজে ক্লাস্টারের আবাসিকদের ভালো সুযোগ-

(এরপর ৬ পাতায়)

২০২৪-এর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ঘোষণা করল যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ২ জানুয়ারি ২০২৫

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক আজ ২০২৪-এর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কার প্রাপকরা ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ সকাল ১১টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

এবার মেজর ধ্যান চাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন চার জন। দাবায় গুকেশ ডি, হকিতে হরমনপ্রীত সিং, প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে প্রবীণ কুমার এবং শুটিং-এ মনু ভাকের।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এবারের অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন মোট ৩২ জন। অ্যাথলেটিক্সে দুজন- জ্যোতি ইয়ারাজি এবং আন্নু রানী। বক্সিং-এও দুজন - নিতু ও সাউইটি। দাবায় এই পুরস্কার পাচ্ছেন ভান্তিকা অগরওয়াল, হকিতে পাঁচ জন - সালিমা তেতে, অভিষেক, সঞ্জয়, জারমনপ্রীত সিং ও সুখজিৎ সিং। প্যারা তীরোন্দাজিতে অর্জুন পাচ্ছেন রাকেশ কুমার। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে অর্জুন পুরস্কারের জন্য রয়েছে নয় জনের নাম। এঁরা হলেন প্রীতি পাল, জীবনজি দীপ্তি, অজিত সিং, শচীন সার্জেরাও খিলারি, ধরমবীর, প্রণব সুরমা, এইচ হোকাতো সেমা, সিমরান, নবদীপ। প্যারা ব্যাডমিন্টনে অর্জুন পাচ্ছেন চার জন- নীতেশ কুমার, থুলসিমাথি মুরুগেসান, নিথ্যা শ্রী সুমাথি সিভান ও মনীষা রামদাস। প্যারা-জুডোতে রয়েছেন কপিল পারমার। প্যারা শুটিং-এ মোনা আগরওয়াল ও রুবিনা ফ্রান্সিস পাচ্ছেন অর্জুন পুরস্কার। শুটিং-এ এই পুরস্কার পাচ্ছেন দু-জন স্বপ্নিল সুরেশ কুসলে ও সরবজোত সিং। স্কোয়াসে অভয় সিং, সাঁতারে সজন প্রকাশ এবং কুস্তিতে আমান পাচ্ছেন অর্জুন পুরস্কার।

২০২৪-এর লাইফ টাইম অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন দুই ক্রীড়াবিদ অ্যাথলেটিক্সে সুচা সিং এবং প্যারা-সাঁতারে মুরলিকান্ত রাজারাম পেটকর।

কোচিং-এর জন্য নিয়মিত তালিকায় দ্রোণাচার্য পুরস্কার পাচ্ছেন তিন জন। প্যারা-শুটিং-এ সুভাষ রানা, শুটিং-এ দীপালি দেশপান্ডে এবং হকিতে সন্দীপ সাংওয়ান।

এছাড়াও, দ্রোণাচার্য পুরস্কারের জীবনকৃতি বিভাগে রয়েছেন দুই জন। ব্যাডমিন্টনে এস মুরুলীধরন, ফুটবলে আরমান্দো

(5 পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী ৩ জানুয়ারি দিল্লিতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন

সুবিধা সহ স্বাস্থ্যকর বসবাসের পরিবেশ দেওয়া।

সরকারের মোট নির্মাণ খরচের প্রতি ২৫ লক্ষ টাকায় যোগ্য সুবিধাপ্রাপকদের দিতে হবে মোট খরচের ৭ শতাংশেরও কম। এই ন্যূনতম দেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১.৪২ লক্ষ টাকা। আর ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

প্রধানমন্ত্রী সরোজিনী নগরে দুটি নগর পুনরুন্নয়ন প্রকল্প – জেনারেল ফুল রেসিডেনশিয়াল অ্যাকোমোডেশন (জিপিআরএ) টাইপ-২ কোয়ার্টার্স এবং নওরোজি নগরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের-ও উদ্বোধন করবেন।

নওরোজি নগরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি এলাকাটির ভোল বদল করে দিয়েছে। ৬০০-র বেশি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের পরিবর্তে সেখানে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক টাওয়ার। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ প্রায় ৩৪ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। এই বাড়ি তৈরি করতে দূষণহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পাশাপাশি, সৌরবিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

সরোজিনী নগরের জিপিআরএ টাইপ-২ কোয়ার্টারে রয়েছে ২৮টি টাওয়ার, যেখানে ২৫০০-রও বেশি আবাসন রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং কার্যকরভাবে ফাঁকা জায়গার সদ্ব্যবহারের পথ-ও। নকশার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থার পাশাপাশি আছে পয়ঃপ্রণালী এবং জল শোধন কেন্দ্র, আছে সৌরশক্তি-চালিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ-বান্ধব বসবাসে উৎসাহ দিতে এই প্রকল্পের নকশা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দিল্লির দ্বারকায় ৩০০ কোটি টাকা খরচে তৈরি সিবিএসই-র একটি ইন্টিগ্রেটেড অফিস কমপ্লেক্সেরও উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে অফিস, প্রেক্ষাগৃহ, উন্নত ডেটা সেন্টার, সার্বিক জল ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকছে। পরিবেশ-বান্ধব বাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছে পরিবেশ আইন মেনে এবং ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের দেওয়া প্ল্যাটিনাম রেটিং মান অনুসরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের তিনটি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে আছে পূর্ব দিল্লির সুরজমল বিহারের ইস্টার্ন ক্যাম্পাসে একটি অ্যাকাডেমিক ব্লক এবং দ্বারকার ওয়েস্টার্ন কমপ্লেক্সে একটি অ্যাকাডেমিক ব্লক। এছাড়াও থাকছে নজফগড়-এর রোশনপুরায় বীর সাভারকর কলেজ ভবন। এখানে অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত করা হবে।

জমি জবরদখল হলে সিবিআইয়ের মতো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সরকারি জমি যেন দখল না হয়। তা হলে এসপি ও আইসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে জমির জবরদখল বরদাস্ত নয়। কড়া অবস্থান মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি জানিয়েছেন, যেভাবেই হোক এলাকা দখলমুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে ইডি, সিবিআইয়ের মতো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও জানিয়েছেন, সরকারের দখল করা জমিতে বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট তৈরি করা হচ্ছে। তারপর সেই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। কারা এর রেকর্ড বা মিউটেশনের অনুমতি দিচ্ছে? বাইরে চলে গেলে ধরে আনতে হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি, সিবিআইয়ের মতো সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে।ছয় মাসের মধ্যে নথি দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। জমির দখল রুখতে কমিটি গড়া হবে। ওই কমিটিতে নেতৃত্ব দেবেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আবাসন সম্পর্কিত সংস্থা 'রেরা'-কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন করে জমি দখল মানা হবে না। কেউ এটা করলে সহ্য করা হবে না। এটা হলে আইসি, বিডিও, এসপিদের ছাড়া হবে না। অনেকে দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি জমি দখল করে, ফ্ল্যাট করে বসে আছেন। তারপর তাঁরা চলে যাচ্ছেন। এঁদের যেখান থেকে পারো ধরে আনো। কারা জমির মিউটেশন দিল, তাদেরও শাস্তি দিতে হবে। জরিমানা করতে হবে। এটার জন্য একটা নীতি তৈরি করতে হবে। যাতে বসবাসকারীরা আইনি হতে পারেন। আমরা বসবাসকারীদের প্রতি মানবিক। কিন্তু যাঁরা ব্যবসা করে খেয়েছেন তাঁদের প্রতি নয়। ব্যাবসায়িকদের ১০০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। কোনও নেতা যদি এর জন্য তাঁবেদারি করে, কাউকে ছাড়া হবে না। দোষটা হচ্ছে যে করেছে তার। যে জমির কাগজপত্র দিয়েছে দোষটা তার।

বিজেপিতে ভাঙ্গন ধরিয়ে নতুন বছরে তৃণমূলে যোগদান

অভিজিৎ সাহা,নবদ্বীপ, নদিয়া

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ব্লকের স্বরুপগঞ্জ পঞ্চায়েতের দুই সদস্য নতুন বছরের প্রথম দিন বিজেপিতে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূলের যোগদান করল। নবদ্বীপ ব্লকের বিজেপি পরিচালিত স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের দুই বিজেপি সদস্য অমিত দেবনাথ ও সদস্যা শম্পা দাস হালদার তৃণমূলে যোগ দেন। নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর বলেন প্রতিষ্ঠা দিবসে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের পর ১৭৯ ও ১৮০ নম্বর বুথের জন্য পার্টি অফিস উদ্বোধন ও স্বরূপগঞ্জের রেলবাজারের সভায় এই যোগদান। শাসকদলের রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিমানকৃষ্ণ সাহা ও নদীয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সজল বিশ্বাস তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। ফলে ওই পঞ্চায়েতে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। অমিতবাবু ও শম্পাদেবী বলেন, বহুদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু এলাকায় উন্নয়ন দেখতে পারছিলাম না। আগের পঞ্চায়েত তৃণমূলের ছিল বর্তমান বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত কোন উন্নয়নমূলক কাজ করছিল না। রাস্তা ঘাট আলো জল বিগত এক বছর কেটে গেলেও কোন উন্নয়ন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ দেখে আমরা তৃণমূলে যোগদান করেছি। বিজেপির নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদিকা অপর্ণা নন্দী বলেন, ওই দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের চক্রান্তের শিকার হলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা দলের সঙ্গে প্রতারণাও করলেন। যে ভোটাররা তাঁদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, তাঁদের বঞ্চনা করলেন। আগামী দিনে মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে। বিজেপি এই পঞ্চায়েতকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে। তৃণমূলের চক্রান্তকে মানুষ ব্যর্থ করবে।

তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হয় নবদ্বীপ ব্লকের অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলো যেভাবে কাজ করছে সেই তুলনায় স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েত অনেকটাই পিছিয়ে তাই এই সদস্যরা মেনে নিতে পারছিল না। তাই তারা তৃণমূলে যোগদান করলেন।

সিনেমার খবর

কেন হীনমন্যতায় ভুগতেন আমির খান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার অবাক করা কথা জানালেন বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' খ্যাত অভিনেতা আমির খান। 'দিল চাহতা হ্যায়', 'লগান', 'রং দে বসন্তী', 'থ্রি ইডিয়টস'-এর মতো সিনেমা তাঁর ঝুলিতে। কিন্তু তারপরও আত্মবিশ্বাসে ছিল ঘাটতি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা নিজেই জানালেন আমির।

আমিরের শারীরিক উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। যদিও নব্বইয়ের দশকের 'চকোলেট বয়'-এর অনুরাগীর কোনও অভাব ছিল না। উচ্চতার জন্য তেমন কিছু প্রভাবও পড়েনি তার অভিনয় জীবনে। কিন্তু আমির নিজে নাকি হীনমন্যতায় ভুগতেন। তথাকথিত লম্বা-চওড়া নায়ক না হওয়ার আক্ষেপ ছিল তার। সাক্ষাৎকারে অভিনেতা স্বীকার করে নেন হীনমন্যতার কথা।

তিনি বলেছেন, "আমি ভাবতাম, উচ্চতার জন্য দর্শক যদি আমাকে গ্রহণ না করে। এই নিয়ে আমি সত্যিই ভয় পেতাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, এ সবের তেমন কোনও গুরুত্বই নেই। কিন্তু প্রথম দিকে আমি উচ্চতা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতাম।" তবে এই প্রথম নয়। 'তালাশ' সিনেমার সময়েও আমির উচ্চতা নিয়ে হীনমন্যতার কথা বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, তাকে নাকি অনেকেই খোঁচা দিয়ে 'খাটো' বলে ডাকতেন। প্রথম দিকে খারাপ লাগলেও, পরে এই ধরনের মন্তব্য আর প্রভাব ফেলেনি আমিরের ওপর। ক্রমশ বুঝেছেন বাইরের সৌন্দর্যই সব কিছু নয়। তিনি বলেছেন, "কতটা সৎ ভাবে একজন কাজ করছে আর সেই কাজ মানুষকে কী ভাবে আলোকিত করছে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাকি কোনও কিছুর কোনও গুরুত্ব নেই।"

আমিরকে শেষ দেখা গিয়েছে 'লাল সিংহ চড্ডা' ছবিতে। ২০২২-এর এই ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বর্তমানে তিনি আসন্ন ছবি 'সিতারে জমিন পার' নিয়ে ব্যস্ত।

দিনের পর দিন গোসল করতেন না অনিল কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চার দশকের বেশি সময় ধরে বলিউডে অভিনয় করছেন অনিল কাপুর, এখনও নতুন নতুন চরিত্রে দর্শককে চমকে দেন। চলতি বছরে 'ফাইটার' এবং 'সাভি' ছবিতে অনিলকে দেখেছেন দর্শক। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না, একসময় দিনের পরদিন গোসল না করেই কাটিয়ে দিতেন অনিল। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ভাইয়ের এই বিশেষ কাণ্ড ফাঁস করেছেন বনি কাপুর।

১৯৭৯ সালে 'হামারে তুমহারে' ছবিতে অনিলের অভিষেক হলেও ১৯৭১ সালে 'তু পায়েল ম্যায় গীত' ছবিতে কাজ করেছিলেন অনিল। সেখানে শশী কাপুরের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে দুঃখের বিষয় ছবিটি মুক্তির আলো দেখেনি। বনি জানান, এই ছবিতে অভিনয়ের সময় দিনের পর দিন গোসল করতেন না অনিল।

বনি বলেন, 'অনিল ছোট থেকেই অভিনেতা হতে চাইত। ও তখন স্কুলের পড়ে। ছবিতে শশী কাপুরের ছোটবেলার চরিত্র। শ্যুটিংয়ের পরেও ও মেকআপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কয়েকদিন ধরে গোসল করত না।'

বনি জানান, অনিল রূপটান মুছতে চাইতেন না। অন্যথায় তিনি যে অভিনয় করছেন, সেটা নাকি সকলে বুঝতে পারবে না। তবে ক্যারিয়ারের শুরুতে অনিলকে প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে বলেও জানান।

কেমন জীবনসঙ্গী চান অনন্যা পাণ্ডে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি বছরে একাধিক ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে প্রেম ভাঙার পরে মনও ভেঙেছিল অনন্যার। আবার এই বছরই নতুন প্রেম খুঁজে পেয়েছেন তিনি। যদিও নতুন প্রেমিক ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোকে নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি অনন্যা।

তবে কেমন প্রেমিক চান, তা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন অভিনেত্রী। অনন্যা মনে করেন, রেগে গেলেই মানুষের আসল রূপ বোঝা যায়। স্বাভাবিক বা শান্ত পরিস্থিতিতে সকলকেই ভদ্র মনে হয়।

অনন্যা একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মানুষ হিসেবে তিনি খুব আবেগপ্রবণ। কথায় কথায় চোখেও জল আসে তার। তাই এমন প্রেমিক চান, যার কাঁধে মাথা রাখা যায়। সমস্যার কথা বললেই তাকে সমাধান খুঁজে দিতে হবে না। বরং সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেই হবে, শর্ত অনন্যার।

অভিনেত্রীর কথায়, 'আমার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন নেই। আমি চাই, সঙ্গী আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুক। অনেকে মনে করেন, সমস্যার কথা বলা মানেই সমাধানসূত্র খুঁজে দিতে হবে। কিন্তু আসলে সমস্যার কথা বলে হালকা হতে চাই মাত্র। একটা শক্ত কাঁধে মাথা রাখতে চাই আমি।'

তিনি বলেছেন, 'আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম, ঝগড়া হলে বা মন কষাকষি হলে কে কেমন আচরণ করে সেটা দেখা উচিত। এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। ভালো মুহূর্তে তো সবই ভালো লাগে। কিন্তু মতান্তর হলে বোঝা যায়, সঙ্গী আপনাকে সম্মান করছে কি না।'

‘স্কুলবালকের মতো ভুল’: নতুন বিতর্কে কোহলি, দুয়োধ্বনি দর্শকদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

একের পর এক নতুন বিতর্কে জড়াচ্ছেন বিরাট কোহলি। এর আগে প্রায় অর্ধেক বয়সী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে ধাক্কা দিয়ে ইতোমধ্যে শাস্তিও পেয়েছেন। সেই ঘটনার রেষ না কাটতেই শুক্রবার কোহলিকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি বিতণ্ডায় জড়ালেন দুই ভারতীয় ধারাভাষ্যকার। যশস্বী জয়সওয়াল রানআউট হওয়ার ঘটনায় কোহলি ‘স্কুলবালকের মতো ভুল’ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার।

ভারতের ইনিংসের ৪১তম ওভারের ঘটনা। অজি পেসার স্কট বোল্যান্ডের বল মিড অনে ঠেলে দিয়ে দৌড় দেন জয়সওয়াল। তিনি নন-স্ট্রাইক প্রান্তে চলে এলেও, সেখানে থাকা কোহলি ফিল্ডারের দিকে তাকিয়ে নিজের জায়গাতেই ফিরে যান। এরপর প্যাট কামিন্সের ছুড়ে দেওয়া বলে অ্যালেক্স ক্যারি স্টাম্প ভেঙে ১০২ রানের জুটি ভাঙার উৎসবে মাতেন। সাধারণত এক্ষেত্রে স্ট্রাইকে থাকা ব্যাটার যদি রান নেওয়ার জন্য ডাকেন, তাহলে নন-স্ট্রাইকারের উচিৎ সেই ডাকে সাড়া দেওয়া। জয়সওয়াল আউট হওয়ার পর কোহলি হাত দিয়ে বোঝান তিনি ডাক শুনতে পাননি। সেই ভুল বোঝাবুঝি ভারতকে আরও বিপদে ফেলেছে।

এর আগে দলীয় মাত্র ৮ রানে রোহিত শর্মা এবং ৫১ রানে লোকেশ রাহুল ফিরলে সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা চালান কোহলি-জয়সওয়াল জুটি। ওপেনার জয়সওয়াল খেলছিলেন নিজের স্বাভাবিক ছন্দে, বিপরীতে নিখুঁত কাভার ড্রাইভ ও রক্ষণেও সাবলীল ছিলেন কোহলি। ফলে এই জুটিতেই ভারত দ্বিতীয় দিন শেষ করার আশা দেখছিল। কিন্তু জয়সওয়ালের (৮২) রানআউটে সব তছনছ। পরপরই কোহলি (৩৬) আউট হয়ে যান উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১৬৪ রান।

আউট হয়ে ফেরার পথে কোহলিকে উদ্দেশ্য করে দুয়োধ্বনি দিয়েছে গুটিকয়েক দর্শক। তাকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করতেও শোনা যায়। যা শুনে মেজাজ সংযত রাখতে পারেননি কোহলিও। ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে আবারও বেরিয়ে এসে কে কী বলছে বোঝার চেষ্টা করেন। কিছু বলতেও দেখা যায় কোহলিকে। তবে জল বেশিদূর গড়ায়নি। এক নিরাপত্তারক্ষীর হস্তক্ষেপে উভয়ই শান্ত হয়, সেই স্থান ত্যাগ করেন কোহলিও।

এদিকে, দিনের খেলা শেষে স্টার স্পোর্টসের ধারাভাষ্যে থাকা ইরফান পাঠান ও সঞ্জয় মাঞ্জরেকারের আলোচনায় আসে কোহলি-জয়সওয়ালের ভুল বোঝাবুঝির বিষয়টি। প্রথমে সঞ্জয় বলেন, ‘শুধুমাত্র এটি বিরাট কোহলি হওয়ায়, আমরা তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখছি। ফিল্ডারের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গেল না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, যা স্কুলবালকের (খুবই সাধারণ) মতো ভুল। নন-স্ট্রাইকার এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদিও এখানে জয়সওয়ালের ভুল হয়ে থাকে, তাহলে ফিল্ডার কামিন্স বলটি নন-স্ট্রাইকে ছুঁড়ে মারত। কিন্তু কোহলি না দৌড়ানোয় জয়সওয়ালের হাতে আর কোনো সুযোগ ছিল না।’

মাঞ্জরেকারের যুক্তিতে একমত নন পাঠান। তিনি পাল্টা জবাবে বলেন, ‘ক্রিকেটে সত্যটা হচ্ছে যখন বল পয়েন্ট অঞ্চলে যাবে, তখন সিদ্ধান্তটি আসবে নন-স্ট্রাইকারের কাছ থেকে, সে অবশ্যই তাতে না বলতে পারবে।’ মাঞ্জরেকারও সেটি মানতে পারেননি, ‘ইরফান আমরা কথা বলছি সেই বলটি নিয়ে যেটা নন-স্ট্রাইকারের পেছনে।’ তখন অসন্তুষ্টি নিয়ে পাঠান বলে উঠেন, ‘ওকে, তুমি যদি আমাকে কথা বলতে না দাও, ঠিক আছে।’

টেন্ডুলকারকে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্মাননা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সম্মানসূচক সদস্যপদ পেয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এমসিসি।

ক্লাবটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি এই সম্মাননা গ্রহণ করেছেন, যা তার অসামান্য ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

এমসিসি জানিয়েছে, ‘একজন আইকনকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। এমসিসি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, ভারতের সাবেক অধিনায়ক শচীন টেন্ডুলকার খেলায় তার অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানসূচক সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।’

১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এমসিসি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ক্রীড়া ক্লাব এবং মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এমসিজি)-এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছে। বর্তমানে এমসিজিতে অস্ট্রেলিয়া-ভারত বক্সিং ডে টেস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শচীন টেন্ডুলকার তার ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এমসিজিতে পাঁচটি টেস্ট ও সাতটি ওয়ানডে খেলেছেন, যেখানে ১৭ ইনিংসে ৪০ গড়ে ৬৩৯ রান সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং পাঁচটি ফিফটিও রয়েছে।

এর আগে ২০১২ সাল থেকে তিনি সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের আজীবন সদস্য, ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেন এবং ২০১০ সালে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) আজীবন সদস্য হন।

যুবভারতীতে বর্ষবরণের দুরন্ত জয় মোহন বাগানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সদ্য ফেলে আসা বছরেই, সমর্থকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঘরের মাঠে নতুন বছরের প্রথম ম্যাচে ফ্রি-টিকিট! আর এবার বর্ষবরণে ফ্যানদের দুরন্ত জয়ের পার্টি দিল হোসে মোলিনার ফার্স্ট বয়, অপ্রতিরোধ্য মেরিনার্স বৃহস্পতিবার ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল লিগের টুয়েলফথ বয় হায়দরাবাদ এফসি-কে!

এদিন ম্যাচের বয়স যখন মাত্র ৯ মিনিট, তখনই এক গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান| প্রতিপক্ষই যদিও গোলটি উপহার দেয়| যুবভারতী দেখল স্লো-মোতে গোল| লিস্টন সোলো রান নিয়ে মাইনাস করেন সাহালকে| তিনি বুলেট গতির শট মারেন সোজা গোলকিপার অর্শদীপ সিংকে, তবে তিনি বল ধরেও গ্রিপ করতে পারেননি, ফসকে যাওয়া বল হায়দরাবাদের সার্বিয়ান ডিফেন্ডার স্টিফান সাপিচের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়! গ্যালারি সেলিব্রেশনে মেতে ওঠে| ১৭ মিনিটে সবুজ-মেরুন ফের এগিয়ে যেতে পারত, দ্বিতীয় গোলের দুরন্ত সুযোগ চলে এসেছিল| জেসন কামিন্সের বল ধরে জেমি ম্যাকলারেনের কোনাকুনি শট যদি না বারে লেগে ফিরে আসত। তবে এরপর মোহনবাগানের ধারাবাহিক আক্রমণে প্রতিপক্ষের কাঁধে চেপে বসেছিল| বিরতির আগেই মোলিনার ব্রিগেড ২-০ এগিয়ে যায়| ৪১ মিনিটে টম আলড্রেড স্কোরশিটে নিজের নাম লেখান, ডাইভ দিয়ে হেড করে দুরন্ত গোল করেন তিনি| যদিও প্রথমে লাইন্সম্যান এই গোল নাকচ করে দিয়েছিলেন পতাকা তুলে আপত্তি জানিয়ে| পরে গোল নিয়ে রেফারির সঙ্গে আলোচনার পর গোল দেওয়া হয় মোহনবাগানকে|

দু'গোলে এগিয়ে থাকা মোহনবাগান ঠিক যেখানে প্রথমার্ধে শেষ করেছিল, বিরতির পর ঠিক সেখান থেকেই শুরু করল| ৫১ মিনিটে কামিন্স ৩-০ করলেন স্কোরলাইন| প্রতিপক্ষের বক্সের মধ্যে ম্যাকলারেন-কামিন্স ওয়ান-টু-ওয়ান খেলেন নিজেদের মধ্যে, আর এখান থেকেই কামিন্স বাঁ-দিকের টপ কর্নার দিয়ে দুরন্ত গোল করে সবুজ-মেরুন জনতাকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেন| এই গোলের পর মোহনবাগান আরও গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল| মোলিনা পাঁচটি পরিবর্তন এনেছিলেন| সাহালের জায়গায় সুহেল, থাপার জায়গায় অভিষেক, কামিন্সের বদলে স্টুয়ার্ট, লিস্টনের বদলে সৌরভ ও আশিসের জায়গায় মনবীরকে খেলালেন তিনি| কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর আরও পাঁচ মিনিট যোগ করা হলেও কোনও গোল আসেনি আর|

এখন ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগে শীর্ষস্থান ধরে রাখল মোহনবাগান| ওদিকে ১৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরেই নিজামের শহর|

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR